গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৮.১৯-১১১৭

তারিখ: ৩১ আগস্ট, ২০২০ খ্রি.
১৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিষয়: টাস্কফোর্সের সভার চূড়ান্তকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগের ইউ,ও নোট নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০-২৫৮, তারিখ: ১৬.০৮.২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০১.২০২০-২০২ নং স্মারকে গঠিত টাস্কফোর্সের ১ম, ২য় ও ৩য় সভা যথাক্রমে ২৯.০৭.২০২০, ০৮.০৮.২০২০ এবং ১৩.০৮.২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভা, পরিদর্শন, মতবিনিময় ও প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স কতিপয় সুপারিশমালা চূড়ান্ত করেছে।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত টাস্কফোর্স কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহ এবং তিনটি সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে,

৩১/০৮/২০২০
(জাকিয়া পারভীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd

বিতরণঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৬। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : **টাস্কফোর্স কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্রঃ নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০১.২০২০-২০২, তারিখঃ ২৩.০৭.২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচেছ যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০১.২০২০-২০২ নং স্মারকে গঠিত টাস্কফোর্সের ১ম, ২য় ও ৩য় সভা যথাক্রমে ২৯.০৭.২০২০, ০৮.০৮.২০২০ এবং ১৩.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভা, পরিদর্শন, মতবিনিময় ও প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ এর প্রেক্ষিতে টাক্সফোর্স কতিপয় সুপারিশমালা চূড়ান্ত করেছে। টাক্সফোর্স কর্তৃক আনীত সুপারিশসমূহ এবং তিনটি সভার কার্যবিবরণী মহোদয়ের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তঃ

(মোঃ মোস্তফা কামাল)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
ও
আহবায়ক, টাক্সফোর্স কমিটি
ফোনঃ-৯৫৪৯০৩৪।

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ইউ,ও নোট নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০/২৫৮ **তারিখ : ১৬.০৮.২০২০ খ্রি.**

<u>অনুলিপিঃ</u>

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অতিঃ সচিব (প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তর)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ডাইরী নং ৫০৭ তারিখ ১৭/৮/২০
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম সচিব (পার)
উপ-প্রধান (HRM)
উপ-সচিব ...
উপ-সচিব শৃং ...
সিঃ সঃ সচিব ...
সহকারী সচিব ...
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ...
অন্যান্য ...
অতিঃ সচিব প্রশাসন

Swine Letter-1

টাস্কফোর্সের সভার চূড়ান্তকৃত সুপারিশসমূহ

১ম সভার সিদ্ধান্তঃ

(২৯.০৭.২০২০)

(১) লাইসেন্স ছাড়া কোন হাসপাতাল ক্লিনিক পরিচালনা করা যাবেনা। এ বিষয়ে হাসপাতাল অনুবিভাগ হতে সারা দেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ও ইস্যু আগামী ২৩.০৮.২০২০ মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে মর্মে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত তারিখের পর ঢাকার মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ঢাকার বাহিরে জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

২য় সভার সিদ্ধান্তঃ

(০৮.০৮.২০২০)

১. লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হাসপাতাল,ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক বা ব্লাড ব্যাংকের জন্য অগ্রিম ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু না করা।

২. হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক ও ব্লাড ব্যাংকের সাইনবোর্ড নামের নীচে দৃশ্যমান হরফে লাইসেন্স নম্বর লেখা। প্যাড, বিলবহি, ওয়েবসাইট, রিপোর্ট প্যাডসহ সর্বত্র প্রতিষ্ঠানের নাম/মনোগ্রামের সাথে লাইসেন্স নম্বর লিখতে হবে যাতে জনসাধারণ নিশ্চিত হতে পারে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত কি না। পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা জেলা ও নগরভিত্তিক আপলোড করে রাখা যাতে সেবা গ্রহীতাগণ যাচাই করতে পারে।

৩. লাইসেন্স ইস্যুর পর প্রথমবার নবায়নের সময় থেকে ০১ বৎসরের পরিবর্তে একসাথে ফি আদায় করে ০২-০৩ বৎসরের জন্য নবায়ন করা।

৪. লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করার স্বার্থে আবেদনের সাথে পরিবেশ, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি ছাড়পত্রের শর্তযুক্তের পরিবর্তে পরিদর্শন কমিটিতে উভয় দপ্তরের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫. আইনের তফসিল 'C' এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম patient অকোপেন্সি বিবেচনায় জনবলের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় বর্তমান জনবল দিয়ে সময়মতো লাইসেন্স প্রদান ও মনিটরিং অসম্ভব। মধ্যম পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি ও মনিটরিং এর কাজে মাঠ পর্যায়ের অধিক কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৭. মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করে ছোট ছোট মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে ও নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। তিন মাসে অন্তত একবার আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করা।

৯. বর্ণিত সুপারিশের আলোকে এবং ইতোমধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে আইন ও বিধি সংশোধন করা।

৩ য় সভার সিদ্ধান্তঃ

(১৩.০৮.২০২০)

১. সরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি মওকুফ করা যেতে পারে। বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ফি বহাল রাখা যায়।

২. র‍্যাপিড টেস্ট কিট এন্টিজেন ও এন্টিবডি টেস্টের অনুমোদন ও চালু করার টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

টাস্কফোর্স কমিটির তৃতীয় সভার কার্যবিবরণীঃ

তারিখ ও সময়	:	১৩-০৮-২০২০ খ্রিঃ, বিকাল- ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	মোঃ মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স কমিটি

উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ: তালিকা সংযুক্ত, পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল) ও যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-কে কমিটিতে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের সাথে সকলে পরিচিত হন। বিস্তারিত আলোচনান্তে কিছু সংশোধনীসহ গত ২৯-০৭-২০২০ ও ০৮-০৮-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। সভাপতি গত ২টি সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও পরবর্তী কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্তে আলোচনার আহ্বান জানান।

২। সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটির অ-বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের বিষয়ে শুরুতে আলোচনা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য সেবায় কোভিড-১৯ ছাড়াও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ও কর্মসূচি সমূহের বাস্তবায়ন (নির্দেশনা-৮) বিষয়ে টাস্কফোর্সের মনিটর করা প্রয়োজন মর্মে কমিটি মনে করে। জাতীয় কমিটির ৩টি সভার সকল নির্দেশনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটির অ-বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

৩। অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, সদস্য সচিব, টেকনিক্যাল কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, ৩টি বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। প্রথমত কোভিড-১৯ পরীক্ষা বাড়ানো। প্রতিদিন ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ১৫০০০ এর নিচে নেমে এসেছে। দ্বিতীয়ত এন্টিবডি ও এন্টিজেন টেস্ট চালু করা এবং র‍্যাপিড টেস্ট কীট ব্যবহার করা।

৪। সভার সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, টেস্টের জন্য ফি নির্ধারণের ফলে নমুনা পরীক্ষায় নিম্ন আয়ের মানুষ অনাগ্রহী হয়েছে। বর্তমানে চার লক্ষাধিক কীট অব্যবহৃত আছে। সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষায় ফি মওকুফ করে আদেশ জারি করা প্রয়োজন। বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ফি বহাল রাখা যায়। উল্লিখিত ২টি সুপারিশ বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৫। আইইডিসিআর এর সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফল নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ আর লক্ষণ বিহীন ব্যক্তিদের শতকরা ৮ ভাগ ভাইরাস বহন করছে মর্মে বলা হয়। দ্রুত এই ভাইরাস বহন কারীদের চিহ্নিত করে আইসোলেশনে রাখা না গেলে জ্যামিতিক হারে তা কমিউনিটিতে ছড়াতে পারে।

৬। টেকনিক্যাল কমিটির অপর একটি সুপারিশ বাস্তবায়ন বেগবান করার জন্য টাস্কফোর্সের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। তা হলো জেলা পর্যায়ে যে সব হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা নেই ও ইতোমধ্যে কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি সে সকল হাসপাতালে মিনি অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা ও অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৭। টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ টাস্কফোর্স কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট লিখিত প্রস্তাব দেয়ার জন্য একমত ঘোষণ করেন। টাস্কফোর্স এই মর্মে একমত হয় যে সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে লাইসেন্স প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা ও কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮। টাস্কফোর্স কমিটির কার্যপরিধির ৫,৬,৭ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে বিদ্যমান কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষাগারের কমপক্ষে ১০% পরবর্তী সভার আগে সরেজমিন পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে আইইডিসিআর এর সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৯। ইতোমধ্যে টাস্কফোর্সের কর্তৃক ২টি জেলার হাসপাতাল ও মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ সকল কার্যক্রমে সকলের সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

১০। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে, টাস্কফোর্সের সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে মর্মে একমত হয়।

১১। বিস্তারিত আলোচনা শেষে টাস্কফোর্স কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একমত পোষণ করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সুপারিশ করার পক্ষে একমত হয়ঃ

১. টাস্কফোর্সের সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
২. সরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি মওকুফ করা যেতে পারে। বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ফি বহাল রাখা যায়।

৩. র‍্যাপিড টেস্ট কিট এন্টিজেন ও এন্টিবডি টেস্টের অনুমোদন ও চালু করার টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. পরবর্তী সভার পূর্বে কমপক্ষে ১০% টেস্টিং ল্যাব facility সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে।

৫. অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হবে।

৬. কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ০৩-০৯-২০২০ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৮/২০২০

মোঃ মোস্তফা কামাল

অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ও

আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক ল্যাব ও ব্লাড ব্যাংকের লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত টাস্কফোর্সের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী:-

তারিখ ও সময়:	:	০৮-০৮-২০২০খ্রি, সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর সম্মেলন কক্ষ, মগবাজার, ঢাকা।
সভাপতি	:	মোঃ মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স কমিটি

উপস্থিত অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ: তালিকা সংযুক্ত, পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে মত বিনিময় সভার কাজ শুরু করেন। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত আইন, বিধি ও পদ্ধতি; অধিদপ্তরের অনুসৃত প্রক্রিয়া, অন্যান্য দপ্তরের ভূমিকা, নিবন্ধন সনদের ব্যবহার, ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পেন্ডিং আবেদন, লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, কোভিড পরীক্ষার অনুমোদিত ল্যাব লাইসেন্স বিহীন আছে কি না, লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে এমন নথি পর্যালোচনা, ফলো আপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাতের জন্য অনুরোধ করেন। পাশাপাশি এ প্রক্রিয়ায় অধিদপ্তর কোন সমস্যার মুখোমুখি হয় কি না এবং কার্যসম্পাদন সহজীকরণে অধিদপ্তরের পরামর্শ বা চাহিদা থাকলে তা খোলাখুলি আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন।

২. পরিচালক, হাসপাতাল ডাঃ মোঃ ফরিদ হোসেন মিয়া লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সহ লাইসেন্স বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তাঁর পাশাপাশি অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দও আলোচনায় অংশ নেন। উপস্থাপিত তথ্যমতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে অনলাইন এ লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। আবেদনকারী অনলাইন এ আবেদন দাখিল করার সাথে সাথে একটা ট্র্যাকিং নম্বর পান। এই নম্বর ব্যবহার করে যে কোন সময় লাইসেন্স প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জানতে পারেন। যথাযথভাবে আবেদন করলে তা Valid আবেদন হিসাবে গণ্য হয়। অসম্পূর্ণ আবেদন 'pending' হিসেবে প্রদর্শিত হয়। Valid আবেদন সমূহের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন না করা পর্যন্ত 'waiting for inspection' হিসাবে অনলাইন এ প্রদর্শন হয়। Inspection report কমিটি কর্তৃক Online এ Upload করা যায়। রিপোর্ট সঠিক হলে লাইসেন্স এর অনুমোদন দেয়া হয়। আবেদনকারী Online থেকে প্রিন্ট নিতে পারেন। এ যাবৎ ৪৩০৯ টি লাইসেন্স নতুন ও নবায়ন হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে মর্মে পরিচালক (হাসপাতাল) জানান। পরিচালক (হাসপাতাল) আরও জানান Online এ ০৮-০৮-২০২০ পর্যন্ত মোট ১১,১৭৭টি আবেদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৪,৩০৯টি লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হয়। Valid

আবেদন লাইসেন্স/নবায়নের অপেক্ষায় আছে ৪,২৩৭টি। বাকি ২,৬৩১টি আবেদন অসম্পূর্ণ, যা আবেদনকারীগণ তাদের Tracking Number এর মাধ্যমে 'pending' হিসেবে দেখতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণ কোন খোঁজ খবর না রাখায় বা Online এ যাচাই না করায় অগ্রগতি হয় না। এ বিষয়ে আবেদনকারীদের সহযোগিতা আবশ্যক। বর্তমানে ৩০০০ এর বেশি আবেদন পরিদর্শনের অপেক্ষায় আছে ও ১০০০ এর বেশি আবেদন রিপোর্ট upload এর অপেক্ষায় আছে বলেও তিনি জানান। বর্ণিত ও আবেদিত ১১,১৭৭ এর বাইরে কতটি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেনি তার তথ্য অধিদপ্তরের জানা নাই বলে জানা যায়।

৩. তিন ধরনের লাইসেন্স অধিদপ্তর ইস্যু করে- (১) বেসরকারি হাসপাতাল (২) ডায়াগনস্টিক সেন্টার (৩) ব্লাড ব্যাংক। প্রতিটি ক্ষেত্রে রিক্যুইজিট ভিন্ন বলে এ বিষয়কে একক লাইসেন্সের আওতায় আনা সম্ভব ও সমীচীন হবেনা মর্মে পরিচালক (হাসপাতাল) অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪. আবেদনের সাথে ট্রেড লাইসেন্স, নারকোটিক্স লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, আয়কর সনদ, ভ্যাট নিবন্ধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি পত্র, ফায়ার সার্ভিসের ছাড়পত্র ইত্যাদির পাশাপাশি আইনের সিডিউল A, B ও C এর সকল শর্ত পূরণ করতে হয়। সবকিছু একত্র করে আবেদন জমা দেয়া সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।

৫. লাইসেন্সের ফি চালানের মাধ্যমে সরকারের নির্ধারিত খোতে জমা দেয়া হয়। চালানের তথ্য ও অর্থ জমা নিশ্চিত করার বিষয়টি অধিদপ্তর যাচাই করতে পারে। এখানে কোন গ্যাপ নাই মর্মে জানা যায়।

৬. এ পর্যায়ে, টাস্কফোর্সের সদস্য জনাব সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এ প্রসঙ্গে বলেন, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। নির্ধারিত সময়ের জন্য নতুন করে এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপন/নিবন্ধন বন্ধ রাখা যেতে পারে। বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কোন কোন এলাকায় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে তার Need assessment প্রয়োজন। যারা নিবন্ধন আবেদন করেনি সেই সব প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

৭. লাইসেন্স নেয়ার পর এটি দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখা বা ব্যাংক/আর্থিক বিষয়ে ব্যবহার ব্যতীত এর বিস্তৃত ব্যবহার নেই মর্মেও জানা যায়।

৮. এ পর্যায়ে সভাপতি উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে লাইসেন্স প্রদান সহজ করার লক্ষ্যে আইন ও বিধির কোন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব থাকলে বা পদ্ধতিগত কোন সুপারিশ বা মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

৯. জনাব উম্মে সালমা তানজিয়া, যুগ্মসচিব, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল বলেন, ২৩ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ ০১ (এক) মাস বেঁধে দেয়া হয়। এ সময়সীমার মধ্যে নবায়ন না করা হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। লাইসেন্স আবেদন প্রক্রিয়ার অনলাইন Access স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে দেয়ার মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাস্তবতা হলো, আইনের Schedule B-C না দেখেই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে Need Assessment এর উপরে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নিয়ে টিম গঠন করে মাঠপর্যায়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

১০. জনাব সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জানান লাইসেন্স প্রাপ্তির পর লাইসেন্সটি শুধু প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান জায়গায় টানিয়ে রাখলেই হবেনা, লাইসেন্স নম্বরটি প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকের সামনে

রাখতে হবে যাতে রোগিসহ সকলে বুঝতে পারেন প্রতিষ্ঠানটি লাইসেন্স প্রাপ্ত কিনা। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্যাড, ডকুমেন্ট, রিপোর্ট পেপার ইত্যাদি সকল কাগজপত্রে এই লাইসেন্স নম্বরটি ছাপা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়োজিত করে সমন্বিতভাবে রাজধানী/মহানগরের হাসপাতাল/ক্লিনিকের একটি মনিটরিং রিপোর্ট তৈরির প্রস্তাব করেন।

১১. জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ বলেন, মনিটরিং ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১২. জনাব দেলোয়ারা বেগম, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জানান ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র যাতে ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। লাইসেন্স প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য পরিদর্শন টিমসংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৩. অধ্যাপক ডাঃ শাহনীলা, পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ বলেন, অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতার কারণে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। লাইসেন্সের নবায়নের পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। পরিদর্শন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। হাসপাতাল/ক্লিনিক নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। মনিটরিং সিস্টেমের গ্যাপের জন্য হাসপাতাল/ক্লিনিকগুলো ভালোভাবে কাজ করছে না।

১৪. অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, পরিচালক, আইইডিসিআর বলেন, সারপ্রাইজ মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ঢেলে সাজাতে হবে। তিনি চূড়ান্ত লাইসেন্স পেতে গড়ে কত সময় প্রয়োজন হয় তা জানতে চান। মনিটরিং এর অভাবে একটি গ্রে এরিয়া তৈরী হয় মর্মে বলেন। Inspection এর ঠিক পরে আর তা থাকে না।

১৫. ডাঃ শিব্বির আহমেদ ওসমানী, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বাস্তবতা বিবেচনা করে ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়টি নতুন লাইসেন্স আবেদনের পূর্বে বাধ্যতামূলক যাতে না করা হয় সে বিষয়ে প্রস্তাব করেন। তবে লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিএনএমসির রেজিস্ট্রেশনভুক্ত বেসরকারি প্রায় ৩৪,০০০ জন নিবন্ধিত ডিপ্লোমা ও বিএসসি ডিগ্রীধারী নার্স রয়েছে উল্লেখ করে ১০ শয্যার হাসপাতালের জন্য যে ছয়জন নার্স থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা বহাল রাখার পক্ষে তিনি মত প্রদান করেন।

১৬. উপ-পরিচালক (হাস-২) ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী জানান অধ্যাদেশের আলোকে যুগোপযোগী করে যে খসড়া নীতিমালা অনলাইন প্রক্রিয়া শুরু হবার সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল জানান এটা নিয়ে কাজ চলমান আছে অচিরেই তা চূড়ান্ত করা হবে।

১৭. সভাপতি বলেন, অদ্যাবধি লাইসেন্স ফি বাবদ কত পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে তার একটি প্রতিবেদন বছরভিত্তিক তৈরীপূর্বক টাস্কফোর্সের নিকট প্রেরণ করতে হবে। তিনি বলেন, নতুন কোন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত লাইসেন্স প্রদান স্থগিত রাখা যেতে পারে। লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী করতে হবে।

১৮. বিস্তারিত আলোচনা শেষে টাস্কফোর্স কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একমত পোষণ করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সুপারিশ করার পক্ষে একমত হয়ঃ

১. লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্বেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হাসপাতাল,ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক বা ব্লাড ব্যাংকের জন্য অগ্রিম ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু না করা।

২. হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক ও ব্লাড ব্যাংকের সাইনবোর্ডে নামের নীচে দৃশ্যমান হরফে লাইসেন্স নম্বর লেখা। প্যাড, বিলবহি, ওয়েবসাইট, রিপোর্ট প্যাডসহ সর্বত্র প্রতিষ্ঠানের নাম/মনোগ্রামের সাথে লাইসেন্স নম্বর লিখতে হবে যাতে জনসাধারণ নিশ্চিত হতে পারে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত কি না। পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা জেলা ও নগরভিত্তিক আপলোড করে রাখা যাতে সেবা গ্রহীতাগণ যাচাই করতে পারে।

৩. লাইসেন্স ইস্যুর পর প্রথমবার নবায়নের সময় থেকে ০১ বৎসরের পরিবর্তে একসাথে ফি আদায় করে ০২-০৩ বৎসরের জন্য নবায়ন করা।

৪. লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করার স্বার্থে আবেদনের সাথে পরিবেশ, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি ছাড়পত্রের শর্তযুক্তের পরিবর্তে পরিদর্শন কমিটিতে উভয় দপ্তরের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫. আইনের তফসিল 'C' এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম patient অকোপেন্সি বিবেচনায় জনবলের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় বর্তমান জনবল দিয়ে সময়মতো লাইসেন্স প্রদান ও মনিটরিং অসম্ভব। মধ্যম পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি ও মনিটরিং এর কাজে মাঠ পর্যায়ের অধিক কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৭. মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করে ছোট ছোট মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে ও নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। তিন মাসে অন্তত একবার আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করা।

৯. বর্ণিত সুপারিশের আলোকে এবং ইতোমধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত আইন ও নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে আইন ও বিধি সংশোধন করা।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/৮/২০২০

মোঃ মোস্তফা কামাল
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক, টাস্কফোর্স কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটির অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

তারিখ ও সময় : ২৯.০৭.২০২০ইং বেলা ০২.৩০ মিনিট

স্থান : সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট "ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকল সদস্যকে স্বাগত জানান। স্বাগত বক্তব্যে বলেন আমরা একটা বিশেষ সময়ে দায়িত্ব পেয়েছি, আমরা একক ও যৌথভাবে দায়িত্ব পালনে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে চাই। টাস্ক ফোর্সের কাজ নির্ধারণ করে দেয়া আছে, তার পরও টাস্কফোর্স সময়ে সময়ে সুপারিশ, প্রতিবেদন ও গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে Report করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে যে সকল পত্র , পরিপত্র জারি করেছে তার বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও সমন্বয় ও গঠিত কমিটি সমূহের সুপারিশ ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণে টাস্কফোর্স কাজ করবে। নীতি-নির্ধারণি বিষয়ে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সুপারিশ করবে। হাসপাতাল, ক্লিনিকসমূহের লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সরে জমিনে ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করার বিষয়ে টাস্কফোর্স বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবে। এছাড়া কোভিড-১৯ নিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের কোন বিচ্যুতি থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষনিক অবগত করবে। মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ বিবেচনায় নিয়ে টাস্কফোর্স প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের উপর তাঁদের মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান।

২। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ সভায় বলেন যে, টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রমের পরিধি সারাদেশ ব্যাপী হবে কিনা তা জানতে চান এবং আরো বলেন যে, কোভিড-১৯ পরীক্ষা ল্যাবের এবং ডেলিকেটেড হাসপাতালের তালিকা থাকতে হবে এবং বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক অবাস্তবায়িত পরামর্শগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩। জনাব সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, এ পর্যন্ত সকল কমিটির সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে, যা আমাদের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। তিনি আরো বলেন ১০টি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে নির্দিষ্ট করে ব্রিফ করা যেতে পারে। তাদের নেতিবাচক কোন নিউজ থাকলে টাস্কফোর্সের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তা প্রচার করতে পারে।

৪। মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর, যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন, প্রথমে মোড অব অপারেশন/মোড অব একশন নির্ধারণ করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ পজেটিভ কার্যক্রম নিয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাপ্তাহিক ব্রিফিংএর আয়োজন করতে পারে।

৫। জি,এস,এম, জাফরউল্লাহ, যুগ্মসচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অর্জনগুলোকে সামনে রেখে এ বিভাগ থেকে সাংবাদিকসহ অন্যদেরকে ব্রিফ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, কমিটির প্রয়োজন অনুযায়ী মাসে একাধিক সভা করা যেতে পারে।

৬। অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী, সেব্রিনা ফ্লোরা, পরিচালক, আইইডিসিআর বলেন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বিষয়গুলো মোকাবেলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকা প্রয়োজন। বেসরকারী হাসপাতালের লাইসেন্স ও অন্যান্য বিষয়ে টিম গঠন করা হয়েছে পরবর্তী সভায় টিম রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন মর্মেও তিনি জানান। on line-এ পরবর্তীতে সভা করার পক্ষে তিনি মতামত দেন।

৭। অধ্যাপক ডাঃ শাহনীলা, পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ বলেন, কোভিড-১৯ ল্যাব পরিদর্শনের জন্য চেকলিস্ট তৈরী করতে হবে। যেমন- লাইসেন্স, কর্ম-পরিবেশ, ল্যাব ফেসিলিটিস, এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান ইত্যাদি আছে কিনা। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন লাইসেন্স ছাড়া কোন ল্যাব চালানো যাবে না। তবে লাইসেন্স ইতোমধ্যে নবায়নের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। জনাব উম্মে সালমা তানজিয়া, যুগ্মসচিব (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল) বলেন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যগণের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ও আইডিয়ার শেয়ার করার নিমিত্তে একটি Whats App গ্রুপ তৈরী করতে হবে। পত্র, পত্রিকার খবর সংগ্রহের বিষয়টি বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিভাগে দেয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন কমিটি কর্তৃক মাসে ১বার বা একাধিক সভা আহবান করতে পারে এবং যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-কে টাস্কফোর্স কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।

৯। সভাপতি সমাপনি বক্তব্যে বলেন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গঠিত জাতীয় কমিটি,টেকনিক্যাল কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, সুপারিশ বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স শতভাগ নিশ্চিত করবে। মতামত পরামর্শ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের একটি মেইল address ব্যবহার করা যেতে পারে। অতপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

<u>বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:</u>

ক) বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

খ) কোভিড-১৯ ল্যাব ও হাসপাতালের লাইসেন্স বিষয়ে অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে যৌথ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত হয়।

(গ) লাইসেন্স ছাড়া কোন হাসপাতাল ক্লিনিক পরিচালনা করা যাবেনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি টেস্টটিং ল্যাবের তালিকা আইইডিসিআর কর্তৃক পরবর্তী সভায় পেশ করা হবে।

(ঙ) টাস্কফোর্স কমিটি কোভিড-১৯ ল্যাব ও হাসপাতাল পরিদর্শন করবে।

(চ) প্রয়োজনে টাস্কফোর্স মোবাইল কোর্ট এবং আইন শৃংখলা বাহিনীর সাহায্য নিবে।

(ছ) যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও পরিচালক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে টাস্কফোর্সে অর্ন্তভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।

(জ) টাস্কফোর্স কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ১৩.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩/৪/২০২০.

(মোঃ মোস্তফা কামাল)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়